একটি অপার্থিব অত্যাশ্চর্য সাক্ষাৎকার

কৌতুহল বশতঃই শ্রীশ্রীদাদাকে আজ প্রশ্ন করলাম যে, আমাদের পরমপিতা শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎটি কেমন ছিল, সেই সম্বন্ধে যদি বলা যায় তো আমরা শুনতে ভীষণ আগ্রহী। শ্রীশ্রীদাদা তখন একান্তে আমাকে যা বলেছিলেন, তারই কিছু এখানে উপস্থিত করলাম।

শ্রীদাদা এবং তাঁর পিতা অন্য কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তিসহ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে দেখতে। শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করতেই সেখানেই বিবাহের দিনক্ষণ পাকা হয়ে গেল। শ্রীশ্রীমায়ের বাবা তখন সবাইকে নিয়ে বাক্‌সারায় শ্রীশ্রীবাবার কাছে গেলেন তাঁর মতামত জানার জন্য। সেখানে বয়স্করা সকলে চেয়ারে বসেছিলেন। আর শ্রীদাদার বসার স্থান ছিল শ্রীশ্রীবাবার সামনে নীচে সতরঞ্চিতে। সামনে শ্রীশ্রীবাবা তক্তপোষে উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীবাবা একথালা মিষ্টি আনিয়ে নিজহাতে সকলকে একটা করে খেতে দিলেন। শ্রীদাদাকেও নিজহাতে একটি দিলেন। শ্রীদাদাকে তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, ''তুমি কি কোন মহাপুরুষ দর্শন করেছ?'' শ্রীদাদার ভাষায় ঃ—''আমি বললাম, আমি শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবাকে দর্শন করেছি।'' শ্রীশ্রীবাবা বললেন, ''তাঁকে তোমার কেমন লেগেছে?'' আমি বললাম, ''আমার তাঁকে বেশী ভাল লাগেনি।'' শ্রীশ্রীবাবা তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, ''তাঁকে যখন একজন বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে প্রণাম করতে গেলেন, তখন যেভাবে তাকে পায়ে হাত দিতে বারণ করলেন, তা আমার ভাল লাগেনি। আমি তখন পাশে একটি প্রণাম করে চলে এলাম।'' শ্রীদাদার কথা শুনে মৃদু হেসে শ্রীশ্রীবাবা বলেছিলেন, ''কেন যে তিনি পা ছুঁতে দেননি একথা তুমি পরে বুঝবে।''

ইতিমধ্যে সকলে যখন মিষ্টি খাবার পর হাত ধুতে গেলেন তখন শ্রীশ্রীবাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন, ''কেমন দেখলে?'' আমি বললাম, ''আমার মনে হয়, আমি এঁর যোগ্য নই।'' তখন শ্রীশ্রীবাবা বললেন, ''এই ব্যাপারে আমি তিনদিন তিনরাত চিন্তা করেছি তারপরে এই decision নিলাম। তুমি পারবে এঁর caretaker হতে।''

শ্রীশ্রীদাদার এই সরলতা ও নিরহংকার এখনো একই রকম আছে। শ্রীদাদা বললেন, ''শ্রীশ্রীবাবাকে কেমন মনে হয় জান? একেবারে কাছের মানুষ, একান্ত আপনজন। অথচ একটা প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা, যেন high volt power সামনে বসে আছে। ধর বাবাজী মহারাজ বা অন্য কারোকে দেখলে যেমন মনে হবে—শ্রীশ্রীবাবাকে দেখলে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম, একেবারে কাছের মানুষ মনে হবে।''

শ্রীশ্রীদাদার আর হাত ধোয়া হল না। ডান হাতটি মুড়ে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ফিরে যাবার সময় হল। সকলেই শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করে, তাঁর সম্মতি নিয়ে যাবার জন্য উঠে পড়লেন। শ্রীদাদা ভাবছেন তার এঁটো হাতে প্রণাম করা উচিৎ হবে কিনা। এই ভাবনাটা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীবাবা বলে উঠলেন, ''তোমার হাত তো এঁটো নয়, তুমি তো প্রসাদ খাবার পরেই ঐ হাতটি মাথায় মুছেছ। ব্রহ্মতালুতে যা ঠেকাবে তা মহাশুদ্ধ হয়ে যায়।'' তখন শ্রীদাদা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, আমার চিন্তার তরঙ্গ উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইনি কেমন করে তা জানতে পারলেন? আমি তখন অতীব সম্ভ্রমভরে তাঁকে প্রণাম করে উঠে এলাম।''

শ্রীশ্রীবাবাকে তো দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তাই শ্রীশ্রীদাদার বর্ণিত এই কথাগুলো থেকে তাঁর একটা ছবি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইল। আর সেই অপার্থিব মুহূর্তটি শ্রীশ্রীদাদার বর্ণনার গুনে আমরাও তা আস্বাদন করে ধন্য হলাম।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

মাতৃপূজা

মঙ্গল ঘট পূর্ণ কর
মঙ্গল দীপ জ্বাল
মঙ্গলময়ী এসেছে ধরায়
জ্বালিতে জ্ঞানের আলো ॥

কি দিয়া সাজাব বরণের ডালা ?
কোন ফুলদলে গাঁথা হবে মালা?
কিরূপে তাঁহার আরতি করিব?
নিভৃত কোন সে স্থানে?—

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম
পঞ্চভূতের এই মিশ্রণ
এ-পুষ্প পাঁচ করিনু চয়ন
পূজিবারে তাঁর রাতুল চরণ।

আরতি করিব মন ধূপ আর
বুদ্ধি প্রদীপ জ্বালি
হোমানলে দিব আহুতি স্বরূপ
অহংকারের বলি ॥

নিভৃত হৃদয়ে আসন পেতেছি
তব আবাহন তরে
অষ্টপ্রকৃতি সাজায়ে রেখেছি
পূজার অর্ঘ্য করে—

মঙ্গলময়ী কৃপা করে তুমি
নিও অধমের পূজা,
সার্থক কোরো জনম আমার
সত্য স্বরূপ খোঁজা।

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া